ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	:	২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ।। ০৫ জুলাই ২০২২
সময়	:	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতপর তিনি বলেন, আজকে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৪তম কর্পোরেশন সভাকে ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা। তিনি বলেন, সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সহায়তা ব্যতীত যেমন এ শহরের উন্নয়ন সম্ভব নয়, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব নয়। আজকের সভার মূল বিষয়বস্তুই হলো রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় অধ্যায় হলো, আসন্ন পবিত্র ইদ-উল-আযহায় কোরবানীর বর্জ্য কিভাবে ১২ ঘন্টার মধ্যে পরিস্কার করা যায়। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে ডিএনসিসি ১২ ঘন্টার মধ্যে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ করবে। এ বিষয়ে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

সভাপতি "দেশের টাকায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ 'বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র অনন্য অর্জনের জন্য কর্পোরেশন সভার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, স্বপ্নের পদ্মা সেতু আমাদের সততা, দৃঢ়তা, সক্ষমতা এবং অসীম সাহস এনে দিয়েছে।

তিনি সভাকে জানান যে, ৭নং ওয়ার্ডের ৭টি জায়গা, ১৮ নং ওয়ার্ডের বারিধারা জে ব্লক, ১৭নং ওয়ার্ডের নিকুঞ্জ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই ওয়ার্ডে নির্ধারিত স্থানের বাইরে কোথাও কোরবানী দেওয়া হবেনা। এছাড়াও আর কয়েকজন সম্মানিত কাউন্সিলর তাদের ওয়ার্ডসমূহেও কোরবানীর জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হবে জানিয়েছেন মর্মে সভাকে জানান। এতে করে বর্জ্য সংগ্রহে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিএনসিসি কোরবানীর বর্জ্য অপসারণে সক্ষম হবে।

সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব অটোমেশনের জন্য আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ৯০ (নব্বই) জন দক্ষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উক্ত কর্মীদের সাথে সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে নিজের পায়ে দাড়াতে হবে। আর এজন্য রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। সম্মানিত কাউন্সিলরদের সহযোগিতা পেলে ডিএনসিসি নিশ্চিতভাবে নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে।

অতপরঃ সচিব সভাপতির অনুমতিক্রমে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
আলোচনা	:	বিগত ০৯ জুন ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় ২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
আলোচনা	:	বিগত ০৯ জুন ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ০৯ জুন ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর ধার্য করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা		প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে 'গত ১৭ মে, ২০২১ খ্রি. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক The City Corporation (Taxation) Rules, 1986 যথাযথ অনুসরণের শর্তে কর পুনঃমূল্যায়ন (Re-assessment) করার অনুমোদন প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ০১/০৭/২০২২খ্রি. থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন সকল বাড়ি-ঘর, স্থাপনা ও অবকাঠামোর ২০০৮ সালে প্রণীত নির্ধারিত ভাড়ার হার (Rate Chart) অনুযায়ী সিলিংয়ের সর্বোচ্চ হার + গত ২৯/১০/২০১২ খ্রি. স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশ মোতাবেক ১০% করে পঞ্চবার্ষিকী কর পুন:মূল্যায়ন/ সমতাকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২০/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম কর্পোরেশন সভা ও ১০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হোল্ডিং কর ১২% (হোল্ডিং/গৃহকর ৭%+ পরিচ্ছন্ন কর ২%+ বাতিকর ৩%) হারে পৌর কর আদায় ও কর পুনঃমূল্যায়ন (Re-assessment) কার্যক্রম চলমান। সম্মানীত কাউন্সিলরগণের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে সবাই মিলে সবার ঢাকা, সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ২৭% (ইমারত ও জমির বাৎসরিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ৭%+ ময়লা নিষ্কাশন রেট সর্বোচ্চ ৭%+ সড়ক বাতি রেট সর্বোচ্চ ৫% + স্বাস্থ্য কর ৮%) হারে আরোপের বিষয়টি ২য় পরিষদের ১৩তম কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভাপতি বলেন, ডিএনসিসি'র অনুমতি রয়েছে ২৭% কর নেয়ার। ডিএনসিসি নিচ্ছে ১২%। ব্যাংক, কমার্শিয়াল বিল্ডিং, শপিং সেন্টার এবং শিল্প কারখানা থেকে ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে হবে। সভাপতি সার্বিক বিবেচনায় স্বাস্থ্য কর ৮% এর স্থলে ৪% নির্ধারণ করে বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ২৩% হারে কর আরোপের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। জনাব সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ বলেন, তার ওয়ার্ডে আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক দোকান রয়েছে। এসব দোকানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানান। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন, যে কোন ভবনের ব্যবহার ভিত্তিক ট্যাক্স আদায় করার বিধান রয়েছে।

		সভাপতি বলেন, কর আদায়ের ক্ষেত্রে দোকানের সজ্ঞায়ন করা যাবে না। ছোট বা বড় দোকান হিসেবে বাছাইয়ের সুযোগ নেই। কর আদায় ছাড় দিলে দোকানের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, গুলশান-বনানী এলাকার বড় বড় ব্যাংকগুলো মাত্র ১২% কর দেয়। এছাড়াও তিনি বলেন, সকল পাঁচ তারকা হোটেলের কর বৃদ্ধি করা হবে। পাঁচ তারকা হোটেল মালিকদের সাথে এ বিষয়ে সভা করা হয়েছে। ডিএনসিসি ২০১৫ সাল থেকেই কর আদায় করবে। পুরো ঢাকা সিটিকে ৪০০ X ৪০০ গজে ভাগ করে পরিকল্পনা নেওয়া হবে।
সিদ্ধান্ত		সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ২৩% (ইমারত ও জমির বাৎসরিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ৭%+ ময়লা নিষ্কাশন রেট সর্বোচ্চ ৭%+ সড়ক বাতি রেট সর্বোচ্চ ৫% + স্বাস্থ্য কর ৪%) হারে কর আরোপের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) রিক্সা লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধন ফি, অন্যান্য ফি নির্ধারণসহ ০৫ বছরের ফি একত্রে আদায় করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, গত ০১/০৮/২০২১ তারিখে মাননীয় মেয়রের সভাপতিত্বে ২০২১-২২ অর্থ বছরের রাজস্ব বিভাগের আয়ের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) সংক্রান্ত সভায় "অযান্ত্রিক যানবাহন (রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি) চলাচলের শৃঙ্খলা আনার জন্য বিলুপ্ত ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদানকৃত রিকসার লাইসেন্স যাচাই বাছাই সাপেক্ষে উক্ত লাইসেন্সসহ আরো ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) অযান্ত্রিক যানবাহন (রিক্সা/ভ্যান/ ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি) ফরমের মূল্য এবং নবায়ন ফি এবং অন্যান্য ফি ৫ বছরের একসাথে আদায় পূর্বক কিউ.আর কোড যুক্ত ডিজিটাল নাম্বার প্লেট প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগসহ অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া, ২য় পরিষদের ৮ম কর্পোরেশন সভায় 'ডিএনসিসি'তে নতুন করে ২(দুই) লক্ষ রিক্সাকে কিউ.আর. কোডসহ লাইসেন্স দেয়া হবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য। লাইসেন্স দেয়া হবে লটারির মাধ্যমে। সম্মানিত কাউন্সিলরদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান থাকবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ৩১/০১/২০১৬খ্রি. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট 'সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬' অনুযায়ী রিকশা/দুই চাকা বিশিষ্ট বাহন/ ঘোড়ার গাড়ি/গরুর গাড়ি/ টালি গাড়ি ১০০/- এবং তিন চাকা বিশিষ্ট বাহন (ক্যারেজ ভ্যান/বক্স ভ্যান) ২০০/- হারে লাইসেন্স প্রদানের বিধান রয়েছে। মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক, অযান্ত্রিক যানবাহনের উপর প্রতি বছর অন্যান্য ফি ১০০০/- আরোপ করার প্রস্তাবটি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রায় অনুরূপ হারে ফি আদায় করে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, অযান্ত্রিক যানবাহনের নিবন্ধন নবায়ন ফি এবং অন্যান্য ফি ৫ (পাঁচ) বছরের একত্রে আদায় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ এর ৩(৫) ধারা মোতাবেক আইনসিদ্ধ। কিউ.আর কোড যুক্ত হলোগ্রামসহ ডিজিটাল নাম্বার প্লেট এবং স্মার্ট ব্লুবুক প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগসহ অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রস্তাবিত ফি

রিক্সার নিবন্ধন ফি	১০০×৫	৫০০/-
অন্যান্য ফি	১০০০×৫	৫০০০/-
আবেদন ফি	১০০/-	১০০/-
স্মার্ট কার্ড (লাইসেন্স), আধুনিক Q.R	২৫০০/-	২৫০০/-

কোড যুক্ত নম্বর প্লেট ফি বাবদ		
	সর্বমোট =	৮,১০০/-

এবং

ভ্যান নিবন্ধন ফি	২০০×৫	১০০০/-
অন্যান্য ফি	১০০০×৫	৫০০০/-
আবেদন ফি	১০০/-	১০০/-
স্মার্ট কার্ড (লাইসেন্স), আধুনিক Q.R কোড যুক্ত নম্বর প্লেট ফি বাবদ	২৫০০/-	২৫০০/-
	সর্বমোট =	৮,৬০০/-

অযান্ত্রিক যানবাহনের নিবন্ধন নবায়ন ফি এবং অন্যান্য ফি ৫ (পাঁচ) বছরের একত্রে আদায় ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার লোক হোল্ডিং ট্যাক্স দেয়। হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীদের তথ্য আমাদের কাছে নেই। হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীদের তথ্য সংগ্রহ করে আমরা একটি সিস্টেম তৈরি করতে চাচ্ছি। এজন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, ঢাকা শহরে ৫৮০০০ হাজার রিক্সা লাইসেন্সপ্রাপ্ত। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্সা ২৯০০০। নতুন ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) রিক্সাকে লটারীর মাধ্যমে স্মার্ট লাইসেন্স প্রদান করা হবে। তিনি জানান যে, রিক্সার প্লেটে লেজার কাট, লোগো, হলোগ্রাম, কিউ.আর কোড থাকবে। খুব সহজেই নকল লাইসেন্স সনাক্ত করা যাবে, রিক্সার সংখ্যা জানা যাবে এবং চাহিদা জানা যাবে। সবাইকে লাইসেন্স এর আওতায় আনাই এর উদ্দেশ্য। এছাড়াও এতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে।

জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২২ বলেন, লাইসেন্স দেওয়া হলে ভ্যানকে রাস্তা থেকে উঠানো যাবে না।

জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ বলেন, ভ্যানগাড়ি আর ভ্যানগাড়িতে বসা অস্থায়ী দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এক করে ফেলা হচ্ছে কী না?

জনাব শেখ মোহাম্মদ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৪ বলেন, একজনের একাধিক রিক্সা রয়েছে। রিক্সা ভাড়া দেয়া হয়। যারা রিক্সা চালায় তার ১০ শতাংশ লোকও রিক্সার মালিক না। সবাই গ্যারেজ খুলে ৫০/৭০টি রিক্সা রেখে ভাড়ায় চালায়।

সভাপতি বলেন, রিক্সার লাইসেন্স এর লটারির দায়িত্ব দেওয়া হবে বুয়েট/ বিএমটিএফকে। আমরা জানি রিক্সাওয়ালা নিজে আবেদন করবে না, রিক্সার মালিক আবেদন করবে। প্রথমধাপে ২ লক্ষ লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন, এই মূহুর্তে ২৯ হাজার লাইসেন্স দেওয়া আছে। গ্যারেজের মালিক লাইসেন্সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামে আবেদন করবে। লাইসেন্স গুলো ওয়ার্ডভিত্তিক ভাগ করে দিলে ভালো হবে।

জনাব মোঃ সলিমউল্লাহ্ (সলু), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯ বলেন, রিক্সার লাইসেন্স

		ওয়ার্ড ভিত্তিক কাউন্সিলরদের মাধ্যমে প্রদান করা হলে প্রকৃত লোক পাবে। কাউন্সিলরদের কাছে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট, প্লটের তথ্য আছে। প্রকৃত রিক্সাচালকরা অনলাইন জানে না। সভাপতি বলেন, কাউন্সিলরদের মাধ্যমে রিক্সার লাইসেন্স প্রদান করা হলে দুর্নাম হবে। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলরদের মাধ্যমে দেয়া হবে এবং সেই সাথে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমেও দেয়া হবে। জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন, টিসিবি কর্তৃক প্রদানকৃত ফ্যামিলি কার্ড এর সিস্টেমে শুধু মোবাইল নম্বর আছে, ছবি নেই। ব্যাক্তিগতভাবে অর্থ ব্যয় করে লোক দিয়ে এ কাজ করাতে হয়েছে। জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, অটো রিক্সার জন্য রাস্তার বেহাল দশা। এসব অটোরিক্সা চার্জ দিতে বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। এসব অবৈধ রিক্সা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, রাস্তায় অবৈধ বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব পুলিশের। পরবর্তী সভায় পুলিশ কমিশনারকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত		ডিএনসিসিতে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) রিক্সা লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধন ফি, অন্যান্য ফি নির্ধারণসহ ০৫ বছরের ফি একত্রে প্রতি রিক্সার জন্য ৮,১০০ টাকা ও ভ্যানের জন্য ৮,৬০০ টাকা আদায়করণ এবং এতদসংক্রান্তে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের বিষয়টি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ডিএনসিসি'র সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি Online এ আদায় করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, মাননীয় মেয়র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ১০/০৫/২০২২খ্রি. রাজস্ব বিভাগের আদায়সহ সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় ১১/০৫/২০২২খ্রি. থেকে ডিএনসিসি'র সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন Online এ আদায় করা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে মতে, ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড এর Ref: TIL/DNCC/030422, Date: 03/04/2022 মূলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন 'Strengthening Revenue Automation System of Dhaka North City Corporation' শীর্ষক কাজের আওতায় ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের ডকুমেন্ট সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত পত্রে স্মার্ট ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু এবং Home Delivery এর মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স সেবাটি সম্পূর্ণ Automation করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। আরো উল্লেখ করেছেন যে, ট্রেড লাইসেন্স সরবরাহ করাসহ সর্ব সাকুল্য ট্রেড লাইসেন্স ডকুমেন্ট খরচ হিসেবে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করার জন্য আবেদনে উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে ২০% অর্থাৎ ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা ডিএনসিসি'কে প্রদান করা হবে। ট্রেড লাইসেন্স সরবরাহ করাসহ সর্ব সাকুল্য ট্রেড লাইসেন্স ডকুমেন্ট খরচ হিসেবে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রাণাধীন ট্রান্স্ট ইনোভেশন লিমিটেড কর্তৃক লাইসেন্স আবেদনকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করার জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।

		সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরদের প্রস্তাবমতে ট্রেড লাইসেন্স ডকুমেন্ট খরচ হিসেবে ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড এর ফি ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা এবং ডিএনসিসি'র ফি ৫০০ (পাঁচশত) টাকাসহ সর্বসাকুল্য খরচ ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদনকারীদের নিকট হতে গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রস্তাব করেন।
সিদ্ধান্ত		ডিএনসিসি'র সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি Online আদায়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সরবরাহ করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স ডকুমেন্ট খরচ হিসেবে ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড এর ফি ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা এবং ডিএনসিসি'র বিবিধ ফি হিসেবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকাসহ সর্বসাকুল্য খরচ ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রাণাধীন ট্রাস্ট ইনোভেশন লিমিটেড কর্তৃক লাইসেন্স আবেদনকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করার প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**যে সকল ওয়ার্ডে মশক নিধন কর্মীদের হাজিরা প্রদান স্থান এবং কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখার ব্যবস্থা নাই সে সকল ওয়ার্ডে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের অনুকূলে স্থাপনা ভাড়া বাবদ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫৪ টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক মজুদ এবং মশক নিধন কর্মীদের হাজিরা প্রদানের জন্য স্থাপনা নির্ধারণ/নির্মাণের প্রয়োজন। এছাড়া যে সকল ওয়ার্ডে মশক নিধন কর্মীদের হাজিরা প্রদানের স্থান এবং কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখার ব্যবস্থা নাই, সে সকল ওয়ার্ডে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের অনুকূলে স্থাপনা ভাড়া বাবদ মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদানের ব্যাপারে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির সভায় প্রস্তাব করেছেন। সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরদের প্রস্তাবমতে যে সকল ওয়ার্ডে মশক নিধন কর্মীদের হাজিরা প্রদানের স্থান এবং কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখার ব্যবস্থা নাই, সে সকল ওয়ার্ডে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের অনুকূলে স্থাপনা ভাড়া বাবদ মাসিক ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদানের ব্যাপারে অনুমোদনের সভাপতি প্রস্তাব করেন।
সিদ্ধান্ত		যে সকল ওয়ার্ডে মশক নিধন কর্মীদের হাজিরা প্রদানের স্থান এবং কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখার ব্যবস্থা নাই, সে সকল ওয়ার্ডে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের অনুকূলে স্থাপনা ভাড়া বাবদ মাসিক ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এখনে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন		প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার হাটসমূহে স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে অবহিত করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হাটসমূহে স্বাস্থ্য বিধি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি হাটে শক্তি ফাউন্ডেশন এর স্বেচ্ছাসেবীরা জনসচেতনতা তৈরি করবে। এছাড়াও ডিএনসিসি কর্তৃক হাটসমূহে প্রয়োজনীয় মাস্ক সরবরাহ করা হবে এবং স্যানিটাইজিং করা হবে।

সিদ্ধান্ত		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হাটসমূহে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	**খিলক্ষেত খাঁপাড়া উত্তর পার্শ্বে জামালপুর প্রপার্টিজ এর খালি জায়গায় কোরবানীর পশুর হাট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করণ ও মূল্য নির্ধারণ অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডের আওতাধীন টানপাড়া, লেকসিটি কনকর্ড, কুড়িল, জোয়ারসাহারা, জগন্নাথপুর এলাকায় অবস্থিত খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বে জামালপুর প্রোপার্টিজ এর খালি জায়গায় কোরবানির পশুর হাট বসানো এবং এর মূল্য নির্ধারনের বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সরকারি হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১১ এর ধারা ২.৩ এ উল্লেখ রয়েছে "নতুন প্রতিষ্ঠিত বা ইতিপূর্বে ইজারা হয়নি এমন হাট-বাজারের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সরকারি মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট পরিষদের সভায় পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে। প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর অনুসরণপূর্বক পরবর্তী বৎসরসমূহের সরকারি মূল্য নির্ধারিত হইবে"। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখের সভায় কমিটির সকল সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে নতুন হাট বিবেচনায় ১ম বারের মতো ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা সরকারি দর নির্ধারণ করেন। যা অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও, সময় স্বল্পতা, জনস্বার্থ, স্থানীয় চাহিদা এবং কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের স্বার্থ বিবেচনায় উক্ত অস্থায়ী পশুর হাট হতে খাস আদায়ের সিদ্ধান্তটি কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভায় উপস্থাপন করেন। সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১১ এর ৪.৪ ধারায় বর্ণিত কমিটি অবলম্বনে নিম্নরূপ কমিটি গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

ক্র. নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবী
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সভাপতি
২	পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
৩	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৪-৫	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ ১। জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, ডিএনসিসি ২। হাসিনা বারী চৌধুরী, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১, ডিএনসিসি	সদস্য
৬	সচিব, ডিএনসিসি	সদস্য
৭	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০১, ডিএনসিসি	সদস্য
৮	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯, ডিএনসিসি	কো-অপ্ট সদস্য
৯	জনাব শরিফুল ইসলাম ভূঁঞা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৩, ডিএনসিসি	কো-অপ্ট সদস্য

		১০	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮, ডিএনসিসি	কো-অপ্ট সদস্য
		১১	সার্ভেয়ার, সম্পত্তি বিভাগ, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি	কো-অপ্ট সদস্য
		১২	চেইনম্যান, সম্পত্তি বিভাগ, অঞ্চল-১, ডিএনসিসি	কো-অপ্ট সদস্য
		১৩	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সদস্য সচিব
সিদ্ধান্ত		ক। জনস্বার্থে কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বের জামালপুর প্রোপার্টিজ এর খালি জায়গায় কোরবানির পশুর অস্থায়ী হাটের যে ইজারামূল্য ২৫,০০,০০০/- (পচিঁশ লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করেছিলো তা সর্ব সম্মতিক্রমে কর্পোরেশন সভায় অনুমোদিত হয়। খ। সময় স্বল্পতা, জনস্বার্থ, স্থানীয় চাহিদা এবং কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের স্বার্থ বিবেচনায় খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বের জামালপুর প্রোপার্টিজ এর খালি জায়গায় কোরবানির পশুর অস্থায়ী হাট হতে খাস আদায়ের সিদ্ধান্তটি সর্ব সম্মতিক্রমে কর্পোরেশন সভায় অনুমোদিত হয়। গ। সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১১ এর ৪.৪ ধারা অনুযায়ী খিলক্ষেত খাঁপাড়ার উত্তর পার্শ্বের জামালপুর প্রোপার্টিজ এর খালি জায়গার কোরবানির পশুর হাট হতে খাস আদায়ের জন্য প্রস্তাবিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
বাস্তবায়ন		প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।		

আলোচ্যসূচি-৯	:	**Smart Bangladesh, Smart Hat এর অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার হাট সমূহের পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, গত বছর ডিএনসিসির ডিজিটাল হাট কার্যক্রম ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর Smart Bangladesh, Smart Hat এর অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হাটসমূহের পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ইজারাদারকে অবহিত করা হয়েছে। ইজারাদারগণ নিজ উদ্যোগে হাটের বর্জ্য অপসারণ করবে। কোরবানীর পশুর হাটে বর্জ্য অপসারণ নিজ উদ্যোগে সম্পন্ন না করলে ইজারাদারদের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। এছাড়াও তিনি জানান যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডিএনসিসির উদ্যোগে স্মার্ট হাট হচ্ছে। ডিএনসিসি'র আওতাধীন হাটসমূহে ক্রেতা বিক্রেতাগণ ডিজিটাল লেনদেন করতে পারবেন।
সিদ্ধান্ত		ক) ইজারাদারগণ নিজ উদ্যোগে হাটের বর্জ্য অপসারণ করবেন। ইজারাদারগণ নিজ উদ্যোগে বর্জ্য অপসারণ না করলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। খ) Smart Bangladesh, Smart Hat এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডিএনসিসির উদ্যোগে হাটসমূহে ক্রেতা বিক্রেতাগণ ডিজিটাল লেনদেন করতে পারবে।
বাস্তবায়ন		প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১০	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বনানী কবরস্থানে কবরের উপর পুনঃ কবর প্রদানের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) এবং অন্যান্য কবরস্থানের কবরের উপর পুনঃ কবর প্রদানের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফি নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

আলোচনা	:	প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কবরস্থানে কবরের উপর পুনঃকবর দিতে বর্তমানে ২০,৫০০/- (বিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ফি নেওয়া হচ্ছে। বনানী কবরস্থানে কবরের উপর পুনঃকবর প্রদানের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) এবং অন্যান্য কবরস্থানের কবরের উপর পুনঃকবর প্রদানের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফি নির্ধারণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণের প্রস্তাবমতে, বনানী কবরস্থানে কবরের উপর পুনঃ কবর প্রদানের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) এবং অন্যান্য কবরস্থানের কবরের উপর পুনঃ কবর প্রদানের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ফি নির্ধারণের জন্য সভাপতি প্রস্তাব করেন।
সিদ্ধান্ত		ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বনানী কবরস্থানে কবরের উপর পুনঃ কবর প্রদানের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) এবং অন্যান্য কবরস্থানের কবরের উপর পুনঃ কবর প্রদানের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ফি নির্ধারণের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন		প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ-১১	:	রাজস্ব আদায়ে অটোমেশনের জন্য আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োগকৃত ৯০ (নব্বই) জন কর্মীকে সভায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরিচয় পর্বে সভাপতি বলেন, কর প্রদানকারীদের কোন তথ্য আমাদের কাছে সংরক্ষিত নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র, টিন সনদ, মোবাইল নম্বর, ইমেইল এড্রেস সংগ্রহের কাজ করবে নিয়োগকৃত ৯০ (নব্বই) জন কর্মী। ৪০০ X ৪০০ গজে ভাগ করে তথ্য সংগ্রহ করবে। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, কর প্রদানকারীদের ডাটাবেইস তৈরি করা হবে। ডাটাবেইস তৈরির পর সকলকে এসএমএস প্রদান করা হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ড্রেস, ব্যাগ, পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে ৯০ (নব্বই) জন কর্মীকে। তারা তথ্য লিখে নিচ্ছে। জনাব শাহিন আক্তার সাথী, সংরক্ষিত আসন নং-১১ বলেন, বাড়ির মালিককে তথ্য দেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া যেতে পারে। সভাপতি বলেন, বাড়ির তথ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করছে। তারপর ট্রেড লাইসেন্স দেখবে, পর্যায়ক্রমে নয়াবাদী এবং সাইনবোর্ড দেখবে। আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পুরো ডিএনসিসি এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে যাবে। জনাব লিয়াকত আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১ বলেন, অঞ্চল পর্যায়ে সভা ও আলোচনা হয়েছে। তবুও তথ্য সংগ্রহে সমস্যা হয়। বিভিন্ন বাসায় ঢুকতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন আমাদের কাউন্সিলরদেরও এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করতে হবে। মসজিদে মাইকিং এর মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা যায়। সভাপতি বলেন, আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োগকৃত ৯০ (নব্বই) জন কর্মীকে প্রতিদিন ২০০ (দুইশত) টাকা করে ভাতা প্রদান করা হবে। সভাপতি বলেন, ওয়ার্ড কার্যালয়সমূহে পরিত্যক্ত কীটনাশকের ড্রামসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত	:	১।আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োগকৃত ৯০ (নব্বই) জন কর্মীকে প্রতিদিন ২০০ (দুইশত) টাকা করে ভাতা বেতনের সাথে প্রদান করা হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
		২।ওয়ার্ড কার্যালয়সমূহে পরিত্যক্ত কীটনাশকের ড্রামসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২১/৭/২২

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০-১৫৪   তারিখ: ২১/০৭/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল .... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

(৪ ও ৫:) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা .... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

২১/০৭/২০২২
মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।